পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যক্রম
Curriculum, Syllabus & Scheme of Lesson

পাঠ্যক্রমের ধারণা (Concept of curriculum) সম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ করার পূর্বে, শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের বিশেষ একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে, এই আলোচনাটুকু প্রয়োজন। সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করণীয় কার্যাবলি বা গ্রহণীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে সামগ্রিকভাবে বোঝানোর জন্য বাংলা ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এমনকি শিক্ষাবিজ্ঞানে, যেখানে শিক্ষা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা হয়, সেখানেও এই রকম শব্দগুলিকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়। এই সকল প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল—পাঠ্যক্রম(Curriculum), পাঠ্যসূচি (Syllabus) এবং পাঠ্যক্রম (Scheme of lesson)। এই শব্দগুলি ব্যবহার করে, সাধারণভাবে পাঠ্যবিষয়সমূহকে বা জ্ঞানের সামগ্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে, শিক্ষাবিজ্ঞানে উপস্থাপন করা হয়, তখন এই প্রত্যেকটির শব্দের মাধ্যমে এক একটি বিশিষ্ট ধারণাকে(Concept) ইঙ্গিত করা হয়। তাই পাঠ্যক্রমের ধারণা বিষয়ে আলোচনা শেষ করার পূর্বে তার সমপর্যায়ের ধারণাগুলির পার্থক্য নির্ণয় করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এই আলোচনা পরবর্তী যে-কোনো পর্যায়ে এ সম্পর্কিত যে-কোনো বিভ্রান্তি দূর করতে সক্ষম হবে।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পাঠ্যক্রম (Curriculum) শিক্ষার-লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম বা পন্থা। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করা। তাই বস্তুগত অর্থে পাঠ্যক্রম হল সেই সকল অভিজ্ঞতা বা কর্মসূচির সমন্বয়, যেগুলি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করে। পাঠ্যক্রমের এই ধারণাটি শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, শিক্ষার চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে সকল অভিজ্ঞতা একত্রিত করা হয় বা যে সামগ্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তাকেই ব্যবহারিক অর্থে বলা হয় পাঠ্যক্রম। প্রচেষ্টার দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে, একটি নির্দিষ্ট সময়কালের (Time-span) প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যে সময়কালের প্রয়োজন হয়, তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এই দীর্ঘ সময়কালের জন্যই পাঠ্যক্রমটি রচিত হয়। যেমন—প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নিজস্ব কিছু লক্ষ্য থাকে ; প্রাথমিক শিক্ষারও কিছু লক্ষ্য থাকে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষারও কিছু লক্ষ্য স্থাপন করা হয়। এখন এই প্রত্যেকটি স্তরে শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে দুবছর, চারবছর বা পাঁচবছরের জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ব্যবহারিক অর্থে, এই এক একটি শিক্ষাস্তরের জন্য নির্বাচিত কর্মসূচি যেটির মাধ্যমে ওই নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে ওই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব, তাকেই বলা হয় পাঠ্যক্রম (Curriculum) যেমন—প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম, মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ইত্যাদি অর্থাৎ, শিক্ষাবিজ্ঞানে যখন 'পাঠ্যক্রম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন কর্মসূচির তিনটি দিকের উপর দৃষ্টি থাকে। এই তিনটি দিক হল— [1] শিক্ষার উদ্দেশ্য, [2] কর্মসূচির সামগ্রিকতা এবং [3] তার ব্যাপ্তিকাল। ব্যবহারিক অর্থে এই তিনটি দিককে, পাঠ্যক্রমের তিনটি মাত্রা (Three dimensions) বলা যায়। শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য, নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে অনুশীলনযোগ্য কর্মসূচিকেই ব্যবহারিক অর্থে পাঠ্যক্রম হিসাবে অভিহিত করা হয়।

পাঠ্যসূচি (Syllabus) বলতে সাধারণ অর্থে কোনো পাঠ্যবিষয়ের (Subject) অন্তর্গত উপাদানগুলিকে বোঝায়। যেমন, ইতিহাসের পাঠ্যসূচি বলতে, ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত যে বিষয়গুলি পাঠযোগ্য হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে তার তালিকাকে বোঝায়। শিক্ষাবিজ্ঞানে, এই পাঠ্যসূচি (Syllabus) শব্দটি এত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। শিক্ষাবিজ্ঞানে, পাঠ্যসূচিকে পাঠ্যক্রমেরই একটি অংশ বা উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যে অংশকে বা উপাদানকে পাঠ্যসূচি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তাও উদ্দেশ্যমুখী। অর্থাৎ, তার মাধ্যমে শিক্ষার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া না গেলেও, আংশিকভাবে সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভাষা,

বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতার সবগুলি সঠিকভাবে অর্জন করতে পারলে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের লক্ষ্যে, শিক্ষার্থী উপনীত হতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, সমগ্র পাঠ্যক্রমটি ওই বিশেষ শিক্ষাস্তরের লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করে। কিন্তু, এককভাবে কোনো একটি পাঠ্যবিষয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতা, যেমন শুধু ভূগোল বা ইতিহাসের অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীকে শিক্ষার ওই চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করে না। তবে এককভাবে ওই বিষয়গুলি শিক্ষার লক্ষ্যের পথে আংশিকভাবে অগ্রসর হতে অবশ্যই সহায়তা করে। তাই পাঠ্যক্রমের এই অংশটিকে বলা হয় পাঠ্যসূচি (Syllabus)। পাঠ্যসূচিরও পাঠ্যক্রমের মতো তিনটি মাত্রা বর্তমান—উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি এবং ব্যাপ্তিকাল। পাঠ্যসূচির মাত্রাগুলির দৈর্ঘ্য, পাঠ্যক্রমের তুলনায় ছোটো। অর্থাৎ, পাঠ্যসূচি একটি মূল ত্রিমাত্রিক বস্তুর একক আয়তন বিশিষ্ট অংশ (unit area) হিসাবে অবস্থান করে। যে স্বল্প দৈর্ঘ্যের কর্মসূচি আংশিকভাবে শিক্ষার চরমলক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং স্বল্পকালের জন্য অনুশীলিত হয়, তাকেই বৈজ্ঞানিক অর্থে বলা হয় পাঠ্যসূচি (Syllabus)। এটি সমগ্র পাঠ্যক্রমের একটি অংশমাত্র। এইরকম কতকগুলি অংশের বা, এককের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ পাঠ্যক্রমটি গঠিত হয়।

পাঠ, পাঠ্যাংশ ও পাঠ্যক্রম

পাঠক্রম (Scheme of lesson) এবং পাঠ্যক্রম (Curriculum) শব্দ দুটির মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকায় অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। পাঠ্যক্রমের ক্ষুদ্রতম একটি একক যেটিকে শিক্ষার্থীরা ন্যূনতম সময়কালীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে পারে, তাকে বলা হয় পাঠ (Lesson)। এই প্রত্যেকটি পাঠও ত্রিমাত্রিক (Three dimensional)। তবে এক্ষেত্রে মাত্রাগুলি, পাঠ্যসূচির (Syllabus) তুলনায়ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের। এক একটি পাঠে, প্রদত্ত অভিজ্ঞতার পরিমাণ কম, ব্যয়িত সময়কালও কম

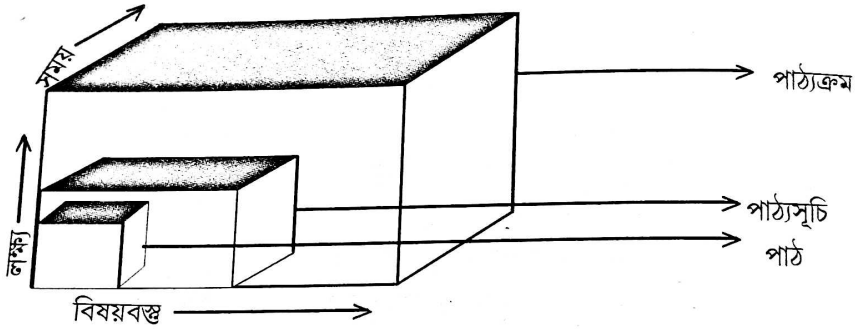

এবং উদ্দেশ্যও তুলনামূলকভাবে খুবই সংকীর্ণ। অর্থাৎ, পাঠ্যসূচির অন্তর্গত একক অভিজ্ঞতা যা শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাকে বলা হয় পাঠ (Lesson)। সুতরাং, ব্যবহারিক অর্থে, কতকগুলি নির্বাচিত পাঠের (Lesson) সমন্বয় হল পাঠ্যসূচি (Syllabus) এবং কতকগুলি পাঠ্যসূচির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি পাঠ্যক্রম (Curriculum)। এখন, শ্রেণি শিক্ষণের (Teaching) সুবিধার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা বৃদ্ধির জন্য, শিক্ষক অনেকক্ষেত্রে এক একটি পাঠকে (Lesson) বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি (Nature of the subject) এবং শ্রেণি শিক্ষণের জন্য নির্ধারিত সীমিত সময়কালের জন্য শিক্ষক এই জাতীয় বিশ্লেষণে বাধ্য হন। একটি একক পাঠের এই জাতীয় বিশ্লিষ্ট অংশগুলিকে বলা হয় পাঠ্যাংশ। বিষয়বস্তুর সাংগঠনিক প্রকৃতি এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একটি পাঠের বিশ্লিষ্ট পাঠ্যাংশগুলি কীভাবে পর পর পরিবেশন করবেন তা শিক্ষক নির্ধারণ করে থাকেন। এইভাবে পাঠ্যাংশগুলিকে উপস্থাপনের যে ক্রম (Order) রচনা করা হয়, তাকে শিক্ষাবিজ্ঞানে বলা হয় পাঠক্রম (Scheme of lesson)। যদিও এই বিশ্লেষণের কাজ, সুষ্ঠুভাবে শিক্ষণ পরিচালনার জন্য করা হয়ে থাকে, তাহলেও , এই পাঠ্যাংশগুলিকেই পাঠ্যক্রমের ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

মন্তব্য

পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ ইত্যাদি সম্পর্কে এই আলোচনা থেকে সহজে উপলব্ধি করা যায় যে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠ্যক্রম (Curriculum) একটি সামগ্রিক গুণসম্পন্ন ধারণা। পাঠ্যক্রম সম্বন্ধীয় ধারণার অনুষঙ্গ হিসাবে, পাঠ্যসূচি, পাঠ, পাঠ্যাংশ, পাঠক্রম ইত্যাদি শব্দগুলি বিশিষ্ট অর্থে আধুনিক

শিক্ষাবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাঠ্যক্রমের বিশিষ্ট এক একটি পর্যায়ের অপরাপরগুলিকে বোঝানোর জন্য এই ধারণাগুলির প্রবর্তন করা হয়েছে। বিপরীতক্রমে (Reverse order) বিচার করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাঠ্যাংশগুলিকে ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে গ্রহণ করলে, কতকগুলি পাঠ্যাংশের

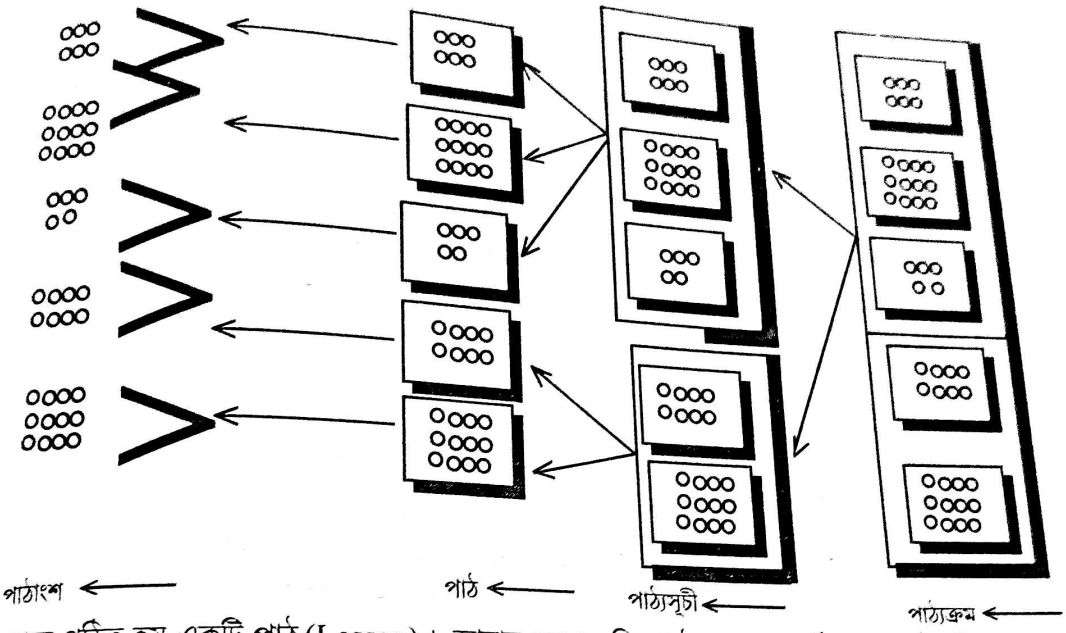

সমবায়ে গঠিত হয় একটি পাঠ (Lesson)। আবার, কতকগুলি পাঠের সমন্বয়ে গঠিত হয় পাঠ্যসূচি (Syllabus) এবং কতকগুলি পাঠ্যসূচির সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি পাঠ্যক্রম (Curriculum)। এ বিশ্লেষণ থেকে সহজে অনুমান করা যায়, আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রমসংক্রান্ত ধারণাটি একটি সমন্বয়ী ধারণা। পাঠ্যক্রম রচনার সময়, এই সমন্বয়নের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা একান্তভাবে প্রয়োজন। নির্বাচিত অভিজ্ঞতাগুলির যথার্থ সমন্বয় (Integration of experience) ছাড়া, একটি পাঠ্যক্রম আদর্শরূপ গ্রহণ করতে পারে না।

আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রমের কার্যাবলি

Functions of Curriculum in Modern Education

সূচনা

পাঠ্যক্রম (Curriculum) যে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এই বিশ্বাস প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষাবিদগণের মনে যেমন ছিল, আধুনিক শিক্ষাবিদগণের মধ্যেও আছে। শিক্ষাপ্রক্রিয়া তা যে ভাবেই পরিচালিত হোক না কেন, তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সাধারণভাবে, শিক্ষার যে-কোনো পর্যায়ে, শিক্ষার যে লক্ষ্যগুলি স্থির করা হয়, সেই লক্ষ্যগুলিতে উপনীত হওয়ার পথ নির্দেশ করে পাঠ্যক্রম। একটি পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যে সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করা হয়, সেগুলি যথাযথভাবে অর্জন করতে পারলে, তার ব্যক্তিগত জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। কারণ, আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহায়ক সকল রকম অভিজ্ঞতাই পরিবেশন করা হয়ে থাকে। সুতরাং, শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের মুখ্য এবং প্রত্যক্ষ কাজ হল—শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করা। তবে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের নীতি অনুযায়ী, শিক্ষার লক্ষ্য (Aim of education) সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রক্রিয়ার

ফোকাস (Focus) বা মূল বিন্দু। এই লক্ষ্যের দ্বারাই শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যাবলি প্রভাবিত হয় এবং সেই লক্ষ্যই সেগুলিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের কাজ (Function of Curriculum) প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথনির্দেশ করা হলেও পরোক্ষভাবে তা শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলিকে প্রভাবিত করে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জর্জ বিউক্যাম্প (George Beauchamp) পাঠ্যক্রমের উপযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন— "A legitimate use of the curriculum is to refer to a system within which decisions are made about what the curriculum will be and how it will be implemented"। পাঠ্যক্রম নির্ধারণের প্রক্রিয়া ও তাকে কার্যকরী করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করা সম্ভব। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রম পরোক্ষভাবে শিক্ষার বিষয়বস্তু (Content), পদ্ধতি (Method), প্রদীপন নির্বাচন (Selection of aids), মূল্যায়ন (Evaluation) ইত্যাদি কাজগুলিকে সহায়তা করে। এ ছাড়া, পাঠ্যক্রমের মাধ্যমেই শিক্ষার ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি এবং সমাজের চাহিদাগুলিও পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হয়। পাঠ্যক্রমের এই জাতীয় কাজগুলিকে তার পরোক্ষ কার্যাবলি (Indirect functions) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পাঠ্যক্রমের এই জাতীয় কয়েকটি পরোক্ষ কাজের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল।

বিষয়বস্তুর ক্রম নির্ধারণ

এক মনোবিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষণের (Psychological teaching) জন্য পাঠ্যবিষয়বস্তুর বা প্রদেয় অভিজ্ঞতাগুলির উপযুক্ত বিন্যাসের (Organisation) প্রয়োজন হয়। এই উপযুক্ত বিন্যাসের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল, বিষয়বস্তুগুলির যথাযোগ্য ক্রম (Appropriate order) নির্ধারণ করা। মনোবিদগণ তাঁদের বিভিন্ন অনুশীলনলব্ধ তথ্যাবলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিষয়বস্তুগুলিকে যখন তাদের যৌক্তিকক্রমে (Psychological order) সাজানো হয়, তখন সেগুলি আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হয়। বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতাগুলিকে তাই তাঁরা শিক্ষার্থীদের মনের উপযোগী করে মনোবৈজ্ঞানিক ক্রমে, সেগুলির কাঠিন্যানুসারে সজ্জিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। পাঠ্যক্রম রচনার সময় এই নীতি অনুসরণ করা হয় বলে, শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে আধুনিক পাঠ্যক্রমে আদর্শ ক্রমবিন্যাসে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয় হয়। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের একটি পরোক্ষ কাজ হল, শিক্ষককে পাঠ্যবিষয়বস্তু উপস্থাপনে যথাযোগ্য ক্রম নির্ধারণে সহায়তা করা।

সামাজিক চাহিদার প্রতিফলন

দুই একটি সুগঠিত পাঠ্যক্রম, সমাজের মানবসম্পদের (Human resource) ভবিষ্যৎ চাহিদা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পারে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলির দ্বারা ভবিষ্যৎ সমাজের উপযোগী নাগরিকতার (Citizenship) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে, পাঠ্যক্রমের এই অভিজ্ঞতাগুলির প্রকৃতি বিচার করলে, সমাজ কোন্ পথে অগ্রসর হবে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে একথাও স্মরণ করার দরকার যে সমাজের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি, শুধুমাত্র শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সম্ভব নয়। সমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তি সে বিষয়ে সচেতন না হলে, সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব হবে না। শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতির পরিকল্পনা সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করে তোলা যায়। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রমের আর একটি কাজ হল, ভবিষ্যৎ সামাজিক চাহিদাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা (Project future need of the society)।

শিক্ষার চাহিদার প্রতিফলন

তিন পাঠ্যক্রমের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল—শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করা (Satisfy the needs of the pupil)। মনোবিদগণ বলেছেন, জীবনের বিকাশ হয় ব্যক্তির আত্মসক্রিয়তার দরুন। ব্যক্তির মধ্যে সেই সক্রিয়তা আসে, তার একান্ত নিজস্ব চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির তাড়নায়। সুতরাং শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, পাঠ্যক্রমের অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত, যেগুলি অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ তাদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে পারে। পাঠ্যক্রম এই নীতিভ্রষ্ট হলে, শিক্ষার্থীগণ তাদের চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য বিকল্প কোনো মাধ্যমের সন্ধান করবে। তার ফলে, সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাই অর্থহীন ও অবাস্তব হয়ে পড়বে। তাই আধুনিককালে পাঠ্যক্রম রচনার সময় শিক্ষার্থীগণের চাহিদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এজন্য বলা

হয়—পাঠ্যক্রমের কাজ হবে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি তৃপ্ত করার উপায় প্রতিফলিত করা (Reflect the means of satisfying individual needs)।

চার আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম একটি সমন্বয়িত অভিজ্ঞতাতন্ত্র (Integrated system of expreriences)। পাঠ্যক্রমের এই ধারণা শিশুমনের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পরের মধ্যে কোনো-না-কোনো একটি সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে, স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার সমন্বয়ন বা সংশ্লেষণ সেগুলির আয়ত্তীকরণে এবং সংরক্ষণে সহায়তা করে। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের মধ্যে অভিজ্ঞতাগুলিকে যত সুষ্ঠুভাবে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করা যাবে, ততই সেগুলি শিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ হবে এবং সংরক্ষণ করাও সহজ হবে। তাই পাঠ্যক্রমের একটি প্রধান কাজ হল, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা বা ব্যাপক অর্থে মানবসমাজের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহের সংশ্লেষণী রূপটি তুলে ধরা (Reflect the synthetic pattern of knowledge)। জ্ঞানের সমন্বয়ন

পাঁচ জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক সক্রিয়তা প্রয়োজন। যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি বা মুখস্থের দ্বারা শিক্ষার্থীগণ যে জ্ঞান অর্জন করে, সে জ্ঞান তাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সহায়তা করে না। অন্যদিকে, শিক্ষার্থীরা যখন বস্তুজগতের সঙ্গে মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তখনই তারা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের ব্যক্তিগত মানসিক সক্রিয়তাভিত্তিক জ্ঞানই শিক্ষার্থীদের জীবনের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করে। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের একটি প্রধান কাজ হল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দিক থেকে সক্রিয় করে তোলা। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে নির্বাচন করা হয়, যাতে সেগুলির দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় মানসিক সক্রিয়তা আনা সম্ভব হয়। মানসিক সক্রিয়তা আনয়ন

ছয় আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে সহায়তা করাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর সেই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, আধুনিক পাঠ্যক্রমকে বহুমুখী অভিজ্ঞতার একটি সমন্বয়তন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মধ্যে তার দৈহিক বিকাশও (Physical development) অন্তর্ভুক্ত। আর বিকাশের এই দিকটিতে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত দৈহিক সক্রিয়তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ, দৈহিক সক্রিয়তা ছাড়া দৈহিক বিকাশ হতে পারে না ; যেমন মানসিক সক্রিয়তা ছাড়া মানসিক বিকাশ হয় না। তাই পাঠ্যক্রমকে শিক্ষার লক্ষ্যের উপযোগী করার জন্য আধুনিক কালে তার মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান সংযোজিত করা হয় যেগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে দৈহিক সক্রিয়তার উদ্দীপক (Stimulus) হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রমের একটি কাজ হল শিক্ষার্থীদের দৈহিক দিক থেকে সক্রিয় করে তোলা। দৈহিক সক্রিয়তা সৃষ্টি

সাত আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষণপদ্ধতি বা কৌশলগুলিও পাঠ্যক্রমের উপাদান। যে পাঠ্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় না, শিক্ষাক্ষেত্রে তার কোনো গুরুত্বই থাকতে পারে না। পাঠ্যক্রম কার্যকর করার দায়িত্ব থাকে শিক্ষকের উপর। কিন্তু, অনেক সময় কর্মরত শিক্ষকের সে বিষয়ে সার্বিক ধারণা না থাকার জন্য, একটি আদর্শ পাঠ্যক্রমও উদ্দেশ্যচ্যুত হয়। এই অনিশ্চয়তা দূর করার দায়িত্ব পাঠ্যক্রমকেই গ্রহণ করতে হয়। তাই আধুনিক পাঠ্যক্রমের কাজ শুধুমাত্র কতকগুলি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার একটি তালিকা পরিবেশন করা নয় ; তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে, সেই বিষয়বস্তু শিক্ষণের কৌশল সম্পর্কে সুনিশ্চিত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করা। শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারন

আট পাঠ্যক্রমের কাজ শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের চাহিদা পরিতৃপ্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক অর্থে শিক্ষা একটি গতীয় প্রক্রিয়া (Dynamic process) যা জীবনব্যাপী চলতে থাকে। শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মনে ওই গতিশীল শিক্ষার ধর্ম সঞ্চারিত করা। তাৎক্ষণিকভাবে কতকগুলি চাহিদার পরিতৃপ্তি করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে জীবনব্যাপী শিক্ষাভিমুখী গতিসঞ্চার করা যায় না। আগ্রহ ও চাহিদা সৃষ্টি

মনোবিদগণ বলেছেন আগ্রহই (Interest) একমাত্র ব্যক্তিজীবনে স্থায়ী অভিমুখিতা আনতে পারে। এই কারণে পাঠ্যক্রমের কাজ হল শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করা এবং তার মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা। আধুনিক পাঠ্যক্রম এই দায়িত্ব পালন করে, শিক্ষার গতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবনবিকাশ অভিমুখী গতি সঞ্চার করে।

মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ

নয় মূল্যায়নও (Evaluation) আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক মূল্যায়ন কৌশলগুলি শিখন অভিজ্ঞতা (Learning experiences) এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের (Objectives of education) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে, শিখন অভিজ্ঞতাগুলির সমন্বয়ই হল পাঠ্যক্রম। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্যের উপর মূল্যায়ন কৌশলের সার্থকতা নির্ভর করে। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করা যায়। সুতরাং, পাঠ্যক্রম এমন হওয়া উচিত যে, সেটিকে অনুশীলনকালে শিক্ষার্থী তার নিজের ক্ষমতার এবং অগ্রগতির মূল্যায়ন সহজে করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় যে-কোনো পাঠ্যক্রমের আকর্ষণ শিক্ষার্থীদের কাছে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, পাঠ্যক্রমের কাজ হবে মূল্যায়নের কাজকে সহায়তা করা।

মন্তব্য

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে পাঠ্যক্রমকে শুধুমাত্র কয়েকটি পাঠ্যবিষয়ের বা অভিজ্ঞতার সমষ্টি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। পাঠ্যক্রম একদিকে যেমন শিক্ষার বিষয়বস্তু (Subject matter) সরবরাহ করে, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষণপদ্ধতির প্রকৃতিও নির্ধারণ করে। আবার, এই পাঠ্যক্রমই শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের কৌশলগুলি কী হবে তাও নির্ধারণ করে। পূর্বে ধারণা ছিল, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজ (Administrative) এবং শিক্ষণপদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ কর্মরত শিক্ষকের কাজ। কিন্তু আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম শিক্ষাক্ষেত্রে বহুমুখী দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ একটি আদর্শ পাঠ্যক্রম রচনা করতে পারলে তার দ্বারা শিক্ষার প্রক্রিয়া বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা লাভ করে।

বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্যক্রম

Different types of Curriculum

সূচনা

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদর্শ এবং শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। মানুষের জীবনাদর্শও যুগে যুগে নবরূপ ধারণ করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শিক্ষার বিভিন্ন অংশকে, বিশেষভাবে শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবিত করেছে। আবার, শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমের তাৎপর্য ও সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্যের বিবর্তনের ধারা যেমন অবিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হতে হতে আধুনিককালে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নতুন রূপ লাভ করেছে, তেমনি পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত ধারণাও নতুন তাৎপর্যে দেখা দিয়েছে। এখানে এমন কয়েকটি পাঠ্যক্রমের কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যেগুলি বিভিন্ন সময়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই বিশেষ ধরনের পাঠ্যক্রমগুলি হল— **এক** গতানুগতিক পাঠ্যক্রম বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Traditional or subject-centred Curriculum) ; **দুই** কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity Curriculum), **তিন** অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Experience Curriculum), **চার** অবিচ্ছিন্ন পাঠ্যক্রম বা কেন্দ্রীয় পাঠ্যক্রম (Undifferentiated Curriculum or Core Curriculum ; **পাঁচ** জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Life centred Curriculum)।

এক গতানুগতিক বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম

Traditional or Subjects centred Curriculum

প্রস্তাবনা

'গতানুগতিক পাঠ্যক্রম' বলতে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে পাঠ্যক্রম বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আছে, তাকেই বোঝায়। এই পাঠ্যক্রমে